International Research Journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary Studies (IRJIMS)
A Peer-Reviewed Monthly Research Journal
ISSN: 2394-7969 (Online), ISSN: 2394-7950 (Print)
Volume-II, Issue-X, November 2016, Page No. 1-11
Published by: Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.irjims.com

বাংলা গ্রুপ থিয়েটার আসরে নাট্যব্রতী মোহিত চট্টোপাধ্যায়

সমীরণ মণ্ডল
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বারুইপুর কলেজ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

This article traces the literary and dramatic significance of playwright Mohit Chattopadhyay in the context of the historical development of modern Bengali theater. With reference to a number of his plays, the article aims to critically discuss the specific features of his plays and how it was shaped by socio-economic conditions. Given the realities of the established theatrical productions in Bengal, the plays by Mohit Chattopadhyay become a potent site of contestation between traditional narratives, aesthetic, and specific ideologies and agendas. There are very few parallel features that survive in the context of postcolonial Indian theatre, whose defining characteristics include a widespread interest in intercultural experimentation and political engagement. This paper would present the argument about the interplay of diverse cultural and political forces through a detailed analysis of the plays by Mohit Chattopadhyay, performed by different group theater troupes. His plays grapple with ongoing political, social, and philosophical issues and at the same time blend the contemporary with the historic, the indigenous with the foreign. The objective is to trace back the growth of his plays to the interaction of different cultures, narrative techniques and different political imperatives that shaped the modem Bengali theatre, outlining the rough contours of postcolonial India's socio-political history. Such a study will introduce to a broader audience the leading attributes of Mohit Chattopadhyay, his influential role in the resistance against traditional theater performances, and the considerable achievement of his literary and dramatic techniques.

বিশ শতকের পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের অভিজ্ঞতাকে সঙ্গী করে সত্তরের দশকে পৌঁছেছিল ভারতীয় গণনাট্য সংঘ। কিন্তু সত্তরের দশক থেকেই নব্বই এর দশক পর্যন্ত প্রযোজিত গণনাট্য সংঘের অধিকাংশ প্রযোজনা আগের দশক গুলোর মতো সেই চিরকালীনতা, জনপ্রিয়তা পেল না। এসব প্রযোজন নির্দিষ্ট হয়ে রইলো এক ক্ষুদ্র কাল পর্বে। কেননা গণনাট্য সংঘের ঐতিহ্য বা আদর্শ কোনটিই সঠিকভাবে খুঁজে পাওয়া গেল না। এইসব প্রযোজনা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ক্ষণকালের সীমা পেরিয়ে চিরকালীন মানব মূল্য বা আদর্শকে তুলে ধরতে পারেনি। তাই গণনাট্যকে থেমে যেতে হল। গণনাট্যের তৈরী ভীতের উপর স্থাপিত হল স্বাধীন-উত্তর বাংলা থিয়েটার নয়া আঙ্গিক গ্রুপ থিয়েটার। গণনাট্য সংঘের সৃষ্টির মধ্য দিয়ে থিয়েটারের যে নতুন জগৎ আবিষ্কৃত হয়েছিল, থিয়েটারের যে নতুন আদর্শ তথা আদল তৈরী হয়েছিল, থিয়েটার নিঃসন্দেহে তারই ফলশ্রুতি। পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ থেকে সরে এসে কিছু কিছু অভিনয়কামী নাট্যপ্রিয় অভিনেতা-অভিনেত্রী এক সঙ্গে মিলিত হয়ে পুরোপুরি স্বাধীনভাবে তারা অভিনয়ের

ব্যবস্থা করে গ্রুপ থিয়েটারে। গণনাট্য সংঘ থেকে বেরিয়ে এসে গ্রুপ থিয়েটার তৈরী স্পর্ধা দেখালেন শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত, তৃপ্তি মিত্র, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজন ভট্টাচার্য, দিগিন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, তুলসী লাহিড়ী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, প্রমুখ নাট্যকার তথা অভিনেতা।

বাংলার গ্রুপ থিয়েটারের সূচনা ১৯৪৮ সালে। স্বাধীনতা-উত্তর পঞ্চাশের দশকেই তার আত্মবিশ্বাসী প্রতিষ্ঠা। তারপর কেটে গেছে অর্ধশতাব্দীর অধিক কাল। গ্রুপ থিয়েটার এখনও নিজের গৌরব বজায় রেখে জয়যাত্রা চালিয়ে যাচ্ছে। সমাজের সর্বস্তরে প্রবলবাবে বহুগুণিত হয়ে ওঠা বাণিজ্যিকতার পরিমণ্ডলে গ্রুপ-থিয়েটারের স্থায়িত্ব ও দায়িত্ব বিশেষ প্রশংসনীয়। অনেক ছোট ছোট নাট্য দল আছে যারা তাদের কর্মীদের মহড়া কক্ষে আসা-যাওয়ার খরচটুকু ও সামান্য চা-টিফিন ছাড়া আর কিছুই দিতে পারে না। তা সত্ত্বেও গ্রুপ থিয়েটারগুলি নাটককে ভালোবেসে, নাটকের প্রতি হৃদয়ের টানে নাটক প্রস্তুত করে এবং মঞ্চস্থ করে। অনেক সময় ব্যয় সংকুলান হয় না। নাটক মঞ্চস্থ করে উদ্বৃত কিছুই থাকে না। তবুও গ্রুপ থিয়েটার চলছে। শুধু চলছে না। নাটক ও অভিনয় নৈপুন্যের গুণে দর্শককে বিস্মিত করে দিচ্ছে। সব গ্রুপ থিয়েটার যে সবসময় তাঁদের অভিনয়-প্রতিভা যে উচ্চমানের বা অভিনয় পরিচালনা যে উন্নত মানের হচ্ছে তাও নয়। কিন্তু তাঁদের সাহস, পরিকল্পনা, অভিনবত্বের জৌলুসে এবং নিবেদিত শ্রমের ফলে আজকের বঙ্গীয় সমাজে সৎ-সংস্কৃতির যে কয়েকটি ক্ষেত্র আছে গ্রুপ থিয়েটার তার অন্যতম। গ্রুপ থিয়েটারের জগতে সূচনা থেকে আজ পর্যন্ত যে দলগুলি জনপ্রিয়তার সঙ্গে অভিনয় সাফল্য বজায় রেখেছে সেগুলি হল- বহুরূপী, নান্দীকার, লিটিল থিয়েটার গ্রুপ, চেতনা, থিয়েটার ওয়ার্কশপ, নান্দীমুখ, গন্ধর্ব, ক্যালকাটা থিয়েটার, শৌভনিক, স্যাস নাট্যগোষ্ঠী, সুন্দরম্, পিপলস্ লিটিল থিয়েটার, চার্বাক, কলকাতা নাট্য কেন্দ্র, থিয়েটার কমিউন, বর্তিক, সমীক্ষণ, রঙ্গপট, থিয়েটার লাভার্স গ্রুপ ইত্যাদি। এইসব গ্রুপ থিয়েটার সত্তর, আশি ও নব্বই এর দশকের নামজাদা নাট্যকারদের নাটক অভিনয় করে বাংলা রঙ্গ মঞ্চের ধারাবাহিকতার ইতিহাসকে ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। গ্রুপ থিয়েটারকে নিয়মিত নাটক দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন- উৎপল দত্ত, শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় বাদল সরকার, কুমার রায়, বীরু মুখোপাধ্যায়, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, রুদ্র প্রসাদ সেনগুপ্ত, বার্ণিয় রায়, অরুণ মুখোপাধ্যায়, বিভাস চক্রবর্তী, মনোজ মিত্র, শাঁওলী মিত্র, রমাপ্রসাদ বণিক, অর্পিতা সেন, ব্রাত্যবসু প্রমুখ নাট্যকার।

ভারতীয় গণনাট্য সংঘ থেকে বেরিয়ে এসে শম্ভু মিত্র ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠা করলেন 'বহুরূপী' নামক নাট্য সংস্থাটি। এর মধ্য দিয়ে শুরু হল স্বাধীনতা উত্তর বাংলা গ্রুপ থিয়েটারের পথ। প্রথম অভিনীত হল তুলসী লাহিড়ীর 'পথিক'। এছাড়া 'ছেঁড়াতার', 'উলুখাগড়া', 'বিভাব' ইত্যাদি নাটকের শিল্প সৌন্দর্যময় চমৎকার অভিনয় বহুরূপীকে জনপ্রিয়তার জোয়ারে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। এছাড়া 'রক্ত করবী', 'ডাকঘর', 'মুক্তধারা', 'রাজা' ইত্যাদি নাটক অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে বহুরূপী অভিনয় করে।

বাংলা গ্রুপ থিয়েটারকে উৎকৃষ্ট নাট্যরচনার মধ্য দিয়ে অনেকেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন মোহিত চট্টোপাধ্যায়। বাংলা গ্রুপ থিয়েটারের নাট্যদল, পরিচালনা, অভিনয় কোনো কিছুর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত না থেকেও গ্রুপ থিয়েটারকে নিয়মিত পরামর্শ, উপদেশ ও নাটক দিয়ে সাহায্য করেছেন তিনি। সমসাময়িক নাট্যকারদের মতো তিনি কোনো নাট্যদল গঠন করেননি। শুধুমাত্র গ্রুপ থিয়েটারে নাট্য সরবরাহ করেছেন। শ্যামল ঘোষের 'গন্ধর্ব' নাট্যদলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কবি মোহিত চট্টোপাধ্যায় থেকে নাট্যকার মোহিত চট্টোপাধ্যায়ে রূপান্তরিত হয়েছেন। কিমিতিবাদী নাট্যরচনা দিয়ে তিনি নাট্যজীবন শুরু করেন এবং লিখেছেন, একাঙ্ক, পূর্ণাঙ্গ, অনুবাদ ও অণুনাটক। যাতে সমৃদ্ধ হয়েছে বাংলার একাধিক গ্রুপ থিয়েটার। গন্ধর্ব থেকে শুরু করে নক্ষত্র, নান্দীকার, নান্দীমুখ, থিয়েটার কমিউন, থিয়েটার ওয়ার্কশপ, সমীক্ষণ, সংস্তব, প্রমকার্স, অন্যথিয়েটার, মোহন, সোনারপুর কৃষ্টি সংসদ, রঙ্গপট প্রমুখ গ্রুপ থিয়েটার মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটক মঞ্চস্থ করে তারা নিজেদের নাট্য ঘরাণা বজায় রেখেছে।

বিভাস চক্রবর্তীর তত্ত্বাবধানে গঠিত হয় থিয়েটার ওয়ার্কশপ। সেখানে মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের পাঁচটি নাটক প্রয়োজিত হয়। যথা—'রাজরক্ত', 'আলিবাবা', 'লাঠি', 'মহাকালীর বাচ্চা' ও গ্যালিলিওর জীবন'। 'রাজরক্ত' নাটকটি বিভাস চক্রবর্তীর নির্দেশনায় ১৯৭১এর ২৫জানুয়ারী রঙ্গনা মঞ্চে প্রযোজিত হয়। চারটি চরিত্র বিশিষ্ট এই নাটকে অশোক মুখোপাধ্যায় (রাজা সাহেব), 'বিভাস চক্রবর্তী' (রাজার সহচর) মায়া ঘোষ (মেয়েটি) ও সত্যেন মিত্র (ছেলেটি)র ভূমিকায় অসাধারণ অভিনয় করেন। এছাড়া গৌরাঙ্গ গুহঠাকুরতার মঞ্চ সজ্জা, বিমলেন্দু ঘোষের আলোক সজ্জা ও সৌরেশ দত্তের যন্ত্র সংগীতের কারুকার্য নাটকটি জমজমাট হয়ে ওঠে। ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ-এর আলিবাবা নাটকটির পুর্নলিখন করেন মোহিত চট্টোপাধ্যায়। সেটিও থিয়েটার ওয়ার্কশপে অশোক মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় প্রযোজিত হয়। ১৯৮৮-র ২৩ নভেম্বর। অভিনয়ে ছিলেন অশোক মুখোপাধ্যায়, কমল মান্না দেব, প্রতিম দাশগুপ্ত, দেবশ্রী সেনগুপ্ত, পাপড়ি বসু, অনিল সাহা, প্রমুখ। এছাড়া তাঁর 'লাঠি' নাটকটি অভিনয় করে থিয়েটার ওয়ার্কশপ দর্শক মনে সাড়া ফেলে দেয়। রাম মুখোপাধ্যায় নির্দেশনায় বিজন থিয়েটারে ২ জুলাই ১৯৮০তে মঞ্চস্থ হয় এই নাটকটি। আলো জয় সেন রূপসজ্জা সুদীপ্ত বসুও কমল মান্না। অভিনয়—অমিয় মুখোপাধ্যায়, অশোক মুখোপাধ্যায়, কমল মান্না, কৃষ্ণা পাল, পাপড়ি বসু ও বিভাস চক্রবর্তী। থিয়েটার ওয়ার্কশপের অন্যতম প্রযোজনা মোহিতের 'মহাকালীর বাচ্চা' নাটকটি। বিভাস চক্রবর্তীর নির্দেশনায় ১৯৭৮এর ১১জুলাই শিশির মঞ্চে অভিনীত হয় নাটকটি। আবার মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের অনুবাদ নাটক 'গ্যালিলিওর জীবন' থিয়েটার ওয়ার্কশপের নাট্যকর্মীদের দ্বারা অভিনীত হয়।

অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় নান্দীকার ছেড়ে চলে আসেন নান্দীমুখ-এ। এই থিয়েটার কর্মকর্তা তিনি। নান্দীমুখে অভিনীত হয় মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের তিনটি নাটক। ১৯৯৬ এ অশোক চট্টোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় প্রযোজিত হয় 'ভূত' নাটকটি। অরুণ মুখোপাধ্যায়ের সংগীত, বাদল দাস, প্রণব চট্টোপাধ্যায়, অশোক চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য, মিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বপন রায়ের অভিনয় চোখে পড়ার মতো। আবার ২৭ সেপ্টেম্বর ২০০৩ সালে নান্দীমুখের প্রযোজনায় অশোক চট্টোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় রবীন্দ্র সদন মঞ্চে উপস্থাপিত হয় 'মিস্টার রাইট' নাটকটি। বাংলা গ্রুপ থিয়েটারের ধারায় আর একটি জনপ্রিয় নাট্যদল হল 'প্লেমেকার্স'। নির্দেশক ও সর্বময় কর্তা ছিলেন রাম মুখোপাধ্যায়। তাঁর নির্দেশনায় আকাডেমি মঞ্চে ১৯৯৮-এ প্রযোজিত হয়। পাশাপাশি বিভাস চক্রবর্তী থিয়েটার ওয়ার্কশপ ছেড়ে যে অন্য থিয়েটার নামে নাট্যদলটি গঠন করেন সেখানে মোহিত চট্টোপাধ্যায়ে দুটি নাটক মঞ্চস্থ হয়। 'ভেনিসের বণিক' ও 'ভালোমন্দ'। বিভাস চক্রবর্তীর নির্দেশনায় অভিনীত হয় এই নাটকটি। ২০০৫-এর ২০ মার্চ বিজন থিয়েটার বিভাস চক্রবর্তীর অভিনয় ও নির্দেশনায় হাস্যরসাত্মক এই নাটকটির প্রয়োজনা হয়।

মোহিত চট্টোপাধ্যায় বাংলা গ্রুপ থিয়েটারের একটা উত্তরাধিকারী নাট্য নির্মাতা ছিলেন। তাঁর হাতের নাট্য যাদুতে প্রস্তুত নাটকগুলি থিয়েটারে মঞ্চস্থিত হয়েছে এবং গ্রুপ থিয়েটারে জনপ্রিয়তা ও প্রশংসা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। গন্দর্ব, নক্ষত্র, থিয়েটারে কমিউন ইত্যাদি গ্রুপ থিয়েটারগুলি মোহিতের নাট্য প্রযোজনা করে তাদের অস্তিত্ব ধরে রেখেছে। 'গন্দর্ব' ও 'নক্ষত্রে'র শ্যামল ঘোষ ছিলেন মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের একান্ত অনুগত বন্ধু। তাই মোহিত চট্টোপাধ্যায় নাটক লিখলেই আগে খবর পৌঁছে যেত শ্যামল ঘোষের কাছে। সঙ্গে সঙ্গে শ্যামলবাবু সেই নাটক হাতে পেয়ে তাঁর থিয়েটারে অভিনয়ের ব্যবস্থা করতেন। ১৯৬৬-র ১২ সেপ্টেম্বর মুক্তাঙ্গনে শ্যামল ঘোষের নির্দেশনায় এবং অসিত দে, কাজল চৌধুরী, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এর অভিনয়ে প্রযোজিত হয় 'সোনার চাবি' নাটকটি। আবার 'চন্দ্রলোকে অগ্নিকান্ড' মঞ্চস্থ হয় ১৯৬৭-র ২৬ জুলাই। অমল চক্রবর্তী, অশোক ঘোষ, তিনু বন্দ্যোপাধ্যায়, মমতা চট্টোপাধ্যায়, মানব মুখোপাধ্যায় ও শ্যামল ঘোষের অভিনয় চোখে পড়ার মতো। নাট্য নির্দেশনা দিয়েছিলেন শ্যামল ঘোষ। পরবর্তীতে নাট্য নির্দেশক তাঁর অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে জানিয়েছেন—

> *"ভালোমন্দের তর্ক না তুলেও বলতে পারি 'মৃত্যুসংবাদ' প্রযোজনা সেকালের বাংলা গ্রুপ থিয়েটারে আলোড়ন তুলেছিল। বুদ্ধদেব বসু থেকে শম্ভুমিত্র, চিদানন্দ দাশগুপ্ত, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, শক্তি*

চট্টোপাধ্যায়, থেকে অভিতাভ দাশগুপ্ত কিংবা মহেন্দ্র গুপ্ত থেকে রিকি মিলার পর্যন্ত নানা ধরনের মানুষের মত সমাদর আমরা পেয়েছি তেমনি লাঞ্ছনাও জুটেছে ঢের মানুষের মত সমাদর আমরা পেয়েছি তেমনি লাঞ্ছনাও জুটেছে ঢের মানুষের কাছ থেকে। আমাদের বরাতে পুরষ্কার আর তিরস্কার যেন যুগলবন্দী হয়েছিল। কোন কিছুর তোয়াক্কা না করে মোহিতের পরবর্তী নাটক চন্দ্রলোকে অগ্নিকাণ্ড মঞ্চস্থ করা গেল। মোহিতের হাত ধরেই আমরা এক ভিন্ন রীতির নাট্য প্রযোজনার স্বীকৃতি পেলাম। ...চন্দ্রলোকে অগ্নিকাণ্ড নাটকে মমতা চট্টোপাধ্যায় জাদুকরী অভিনয় করেছিলেন। মোহিতের ওই নাটকে কবিতার রহস্যময়তাও রূপকালের সঙ্গে পা মিলিয়ে তিনি তাঁর অন্তর্মুখীন অভিনয়কুশলতায় এমনভাবে সেই নাটকের মর্ম ছুঁইয়ে গিয়েছিলেন যা দীর্ঘকাল রসিক দর্শকের স্মরণযোগ্য ছিল।"[১]

'ক্যাপ্টেন হুররা' নক্ষত্রের প্রযোজনায় শ্যামল ঘোষের নির্দেশনায় ১৯৭০-এর ডিসেম্বর মুক্তাঙ্গানে অভিনীত হয়। মঞ্চসজ্জায় ছিলেন পূর্ণেন্দু পত্রী ও নভেন্দু সেন যন্ত্রসংগীত মানস মুখোপাধ্যায়, আলো স্বরূপ মুখোপাধ্যায়। অভিনয়ে অসিত দে, অমল চক্রবর্তী, দিলীপ ঘোষ, নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত, শর্মিষ্ঠা ঘোষ, শ্যামল ঘোষ প্রমুখ। এই নাটকের প্রযোজনা প্রসঙ্গে নাট্য নির্দেশক বলেছেন—

'এরপর নক্ষত্র সরাসরি চলে এলো রাজনৈতিক নাটকে, তবে প্রচলিত ধারার নয়। নাটক মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের ক্যাপ্টেন হুররা, গণনাট্য সংঘের থাকার সময়ে রাজনৈতিক নাটকে কিছু পাঠ নেবার সুযোগ হয়েছিল আমার। সর্বক্ষেত্রে তা পোস্টার নাটকের মতো তীব্র না হলেও প্রতিপক্ষ বা অস্টব্লিসমেন্টকে সরাসরি আক্রমণ এবং বিদ্ধ করার প্রয়াস থাকত তাতে। ...আমাদের ক্যাপ্টেন হুররাও ছিল তারই অনুগামী।[২]

নক্ষত্রের প্রযোজনায় শ্যামল ঘোষের নির্দেশনায় গিরিশ মঞ্চে অভিনীত হয় 'সাক্রাতেস' নাটকটি। সাল ২৪ অক্টোবর, ১৯৮৯। অনাদি দাস, অমিতাভ গুপ্ত, অরুণ নন্দী, আশুতোষ রায়, উত্তম শিকদার, পুষ্পিতা বসুর ফাল্গুনী স্যান্যালের অভিনয়ে চিত্তাকর্ষ হয়ে ওঠে এই প্রযোজনা।

বাংলা গ্রুপ থিয়েটারের ধারায় নীলকণ্ঠ সেনগুপ্তের থিয়েটার কমিউওন একটি উল্লেখযোগ্য ও জনপ্রিয় নাট্যসংস্থা। এই সংস্থায় মঞ্চস্থ হয় মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'স্বদেশী নক্সা' নাটকটি। ২৩ নভেম্বর ১৯৭৪ রবীন্দ্রসদন মঞ্চে নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত নির্দেশনায় এটি উপস্থাপিত হয়। এছাড়া তাঁর নির্দেশনায় 'তৃতীয় নয়ন' ও 'যশোমতী' নাটক দুটি উপস্থাপিত হয়। বাংলা গ্রুপ থিয়েট্রের আর একটি জনপ্রিয় সংস্থা 'সমীক্ষণ' যার সর্বময় কর্তা ছিলেন পঙ্কজ মুন্সী। সেই গ্রুপ থিয়েটারের মোহিত চট্টোপাধ্যায় একাধিক নাটকের প্রযোজনা হয়। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য— 'স্বদেশী নক্শা', 'মৃচ্ছকটিক', ;কানামাছি', তোতারাম', 'লোভেন্দ্র গবেন্দ্র', 'গুহাচিত্র', 'কালের যাত্রা', 'মানময়ী গার্লস স্কুল', 'পুর্ণজন্ম', বিধাতা পুরুষ' ইত্যাদি। পঙ্কজ মুন্সীর নির্দেশনায় এবং অভিতাভ ঘোষ, অলোকেন্দু দে, কালী মুখার্জী, গৌতম মিত্র, দেবযানী মিত্র, শুভশ্রী ঘোষ, তাপস বিশ্বাস প্রমুখের অভিনয়ে জমজমাট হয়ে ওঠে এই থিয়েটার দলটি।

মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাট্য প্রযোজনা শুধু কলকাতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। কলকাতার বাইরে বিভিন্ন শহরে ও মফঃস্বলের থিয়েটার মঞ্চে অভিনীত হয়েছে। হাওড়া থেকে শুরু করে চুচুঁড়া, বর্ধমান, বীরভূম, উত্তর ২৪ পরগণা, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া সহ জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার বিভিন্ন গ্রুপ থিয়েটার তাঁর নাটকের প্রযোজনায় প্রশংসিত হয়েছে। এছাড়া, পশ্চিমবঙ্গের বাইরে বোম্বাই, দিল্লী, বিহার ও বাংলাদেশে তাঁর নাটকের প্রযোজনার পরিচয় পাওয়া যায়। কাজেই মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাট্য খ্যাতি জনপ্রিয়তাও আকর্ষনীয়তা সহজে অনুমান করা যায়। তিনি শুধু কলকাতার গ্রুপ থিয়েটারের নাট্যকার নয়। তিনি বাংলার ও বহিঃবাংলার বিভিন্ন গ্রাম-শহরের নাট্যকার। শিব মুখোপাধ্যায়ের দেওয়া একটা পরিসংখ্যান থেকে জানা যাচ্ছে যে, পশ্চিমবঙ্গে কলকাতা ও

মফঃস্বল মিলিয়ে ১৯৬০ থেকে নতুন সহস্রাব্দের প্রথম দশক পর্যন্ত নতুন পুরানো সজীব-নির্জীব মিলিয়ে প্রায় এক হাজারটি নাট্যদল আছে। অপর দিকে ১৯৬০ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটক অভিনয় করেছে ১৫০ বা তার বেশি নাট্যদল। এর মধ্যে আবার কোন কোন নাট্যদল তাঁর একাধিক নাটক মঞ্চস্থ করেছে। কাজেই সংখ্যায় পরিমাপকে দাঁড়্য ১৫ থেকে ২০ শতাংশ দল মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটক অভিনয় করেছে। তাঁর নিজস্ব কোন নাট্যদল ছিল না। তবুও তাঁর নাটকের গ্রহণযোগ্য কম ছিল না। তাঁর সমকালে শম্ভুমিত্র, উৎপল দত্ত, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় এরা সবাই নাটক লিখেছেন। নিজেদের দলে অভিনয় করিয়েছেন। কিন্তু তুলনামূলকভাবে মোহিতের জনপ্রিয়তায় ভাঁটা পড়েনি। তাই মফঃস্বলের নাট্যদলগুলি তাকিয়ে থাকতো মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের স্বল্প দৈর্ঘের নাটকের প্রতি। সমাজের বিভিন্ন অসংগতি, অনাচার, মিথ্যাচার ধরা পড়তে থাকলো তাঁর এক একটি নাটকে। তাঁর নাটক প্রযোজনা করার জন্য তাঁর কাছে আসতেন বিভিন্ন জেলার নাট্যকর্মীরা। ক্রমে তাঁর বাড়ি হয়ে উঠতে থাকলো নতুন প্রজন্মের নাট্য-শিক্ষা-নাট্য প্রেরণা ও নাট্যগবেষণার কেন্দ্র। শুধু তাঁর নিজের নাটক নয়, দূর-দূরান্ত থেকে আসা তরুণ নাট্যকারদের নাটক শুনে তাঁদের পরামর্শ দিতেন। ফলে মফঃস্বলের গ্রুপ থিয়েটারের নাট্যপ্রেমী মানুষরা তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। এর ফলে মোহিত চট্টোপাধ্যায় নাটক যেমন জনপ্রিয়তার হাওয়া পেল তেমনি তাঁর নাট্য দর্শন তরুণ নাট্যকর্মীদের মধ্যে প্রসারিত হতে থাকলো। ফলে তাঁর নাটকের কদর সহজে অনুমান করা যায়।

বস্তুতঃ বাংলা গ্রুপ থিয়েটারের জন্মলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত ভাঙা-গড়ার বিবর্তন নিয়ে এগিয়ে চলেছে। ধারাবাহিক এই চলমান যাত্রাপথে অনেক গ্রুপ থিয়েটার ম্লান হয়ে গিয়েছে আবার কেউ কেউ নিজেদের গৌরবের ধারা রাখতে সমর্থ হয়েছে। অবশ্য তার পিছনে কাজ করেছে নাট্য প্রযোজকদের ব্যবস্থাপনা, নির্দেশনা এবং অবশ্যই নাট্যকারদের নাট্য কৃতিত্ব।

তবে সর্বাঙ্গে ভাঙনের চিহ্ন থাকলেও বাংলা গ্রুপ থিয়েটার কখনো দুর্বল বা রুগ্ন হয়ে যায়নি। কিন্তু বাংলা গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলন যে বারে বারে ভাঙনের ফলে প্রত্যাশা অনুযায়ী আস্থা অর্জন করতে পারেনি তা বলা যায়। আবার একথাও ঠিক বার বার ভাঙনের ফলে বাংলা গ্রুপ থিয়েটার অনেক ব্যপ্ত হয়েছে। বহুবিধ অভিনয়ের মধ্য দিয়ে থিয়েটার চর্চার পরিসর বেড়েছে, প্রতিযোগিতা বেড়েছে। ফলে একটি বিস্ময়ের কথা বলতে হয়— ব্রেখটের "The Life of Galileo" অবলম্বনে মোহিত চট্টোপাধ্যায় অনুবাদ করে লেখেন 'গ্যালিলিওর জীবন' নাটকটি। ফ্রিৎজ বেনে ভিৎজের নির্দেশনায় অ্যাকাডেমি মঞ্চে ১৯৮০র ১৮ই নভেম্বর এই নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। কলকাতার নামকরা কয়েকটি গ্রুপ থিয়েটার সম্মিলিত ভাবে এবং ঐকান্তিক প্রয়াসে অভিনীত হয় এই নাটকটি। নাট্য প্রেমী দর্শকরা সবিস্ময়ে দেখলেন নান্দীকার, থিয়েটার ওয়ার্কশপ, চেতনা, থিয়েটার কমিউন, চার্বাক, শূদ্রক - নাট্য গোষ্ঠীর সব নামজাদা অভিনেতা-অভিনেত্রীরা এই প্রযোজনায় অভিনয় করেছেন। প্রধান ভূমিকায় ছিলেন শম্ভু মিত্র। এছাড়া রূদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, অরুণ মুখোপাধ্যায়, বিভাস চক্রবর্তী, জোছন দস্তিদার, নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত, দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোক মুখোপাধ্যায়, শাঁওলী মিত্র, রাজা সেন, রাম মুখোপাধ্যায়, ইন্দ্রানী বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামল সেনগুপ্ত, সনৎ চন্দ্র, স্বাতীলেখা চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বিভিন্ন দলের আলোকসজ্জা, রূপসজ্জা, মঞ্চসজ্জা, সংগীত ও পোষাকসজ্জার কর্মকর্তারা সবার একান্তিক প্রচেষ্টায় এই সংহত প্রযোজনা অসাধারণ খ্যাতি বয়ে আনে। শুধু তাই নয়, এই সমবেত প্রযোজনার মধ্য দিয়ে একটি সত্য বেরিয়ে এল যে, বিভিন্ন দল এভাবে ভেঙে না গেলে নাট্যপ্রযোজনার মান বিপুল উৎকর্ষ অর্জন করতে পারত। যার জ্বলন্ত প্রমাণ মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের গ্যালিলিওর জীবন প্রযোজনাটি। মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের জীবনের অন্তিম নাটক 'তথাগত'। এটি প্রযোজনা করে রঙ্গপট নাট্যসংস্থা। ডাঃ তপনজ্যোতি দাসের নির্দেশনায় অ্যাকাডেমি মঞ্চে ২৭ ফেব্রুয়ারী, ২০১২ সালে প্রযোজিত হয় এটি। পুনরায় ৬ মার্চ বিড়লা সভাঘরে মঞ্চস্থ হয়। সংগীতে শ্রীকান্ত আচার্য, আলো জয় সেন, এবং অভিনয়ে সেঁজুতি মুখোপাধ্যায়, অর্ঘ দে সরকার, স্বপন কুমার, মৌমিতা চক্রবর্তী, অভিজিত মিত্র, মিঠুন রায়, বিপ্লব দত্তও নাম ভূমিকায় তপনজ্যোতি দাস সহ বিয়াল্লিশ জন অভিনেতা-অভিনেত্রী সমন্বয়ে চিত্তাকর্ষক প্রযোজনা বাংলা থিয়েটার প্রেমী দর্শকদের মুগ্ধ করে। স্বয়ং নাট্যকার

অসুস্থ-অশক্ত শরীরে গ্রীষ্মের দুপুরে শাল-মাফলার জড়িয়ে উৎসুক মন নিয়ে চপল দৃষ্টিতে তিনঘণ্টা সাত মিনিটের নাটক এক জায়গায় বসে উপভোগ করলেন। শেষে আনন্দ উজ্জ্বল হয়ে আবেগ মণ্ডিত কণ্ঠে বললেন—'আমি চমকে গেছি, এতটা আমিও ভাবতে পারিনি।' অতঃপর তিনি রঙ্গপটের প্রতি, নাট্যকর্মীদের প্রতি আশীবাদ জ্ঞাপন করেন, শুভকামনা করেন বাংলা থিয়েটার ও গ্রুপ থিয়েটারের প্রতি।

মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটকের বাংলার যে গ্রুপ থিয়েটার গুলি পরিপুষ্ট হয়েছিল, পূর্ণতা পেয়েছিল, আশীবাদ ধন্য হয়েছিল তার একটি তালিকা দেওয়া যাক।

গ্রুপ থিয়েটারে মোহিতের নাট্য প্রযোজনা

নাটক	অভিনয়কাল	প্রযোজক নাট্য দল
নীল রঙের ঘোড়া	১৯৬৬, ২০ এপ্রিল	চতুর্মুখ, কলকাতা
গিনিপিগ (রাজরক্ত)	১৯৬৬, ২২ এপ্রিল	শৌভনিক সাংস্কৃতিক মঞ্চ, দক্ষিণেশ্বর
”	১৯৭৮	তৃণীর, বালুরঘাট।
”	১৯৭৮	জনান্তিক নাট্যসম্প্রদায়, কুমিল্লা, বাংলাদেশ
রাজরক্ত	১৯৬৭	অন্বেষণ, হাওড়া।
”	১৯৯০	কোরাস, কলকাতা উত্তর।
”	১৯৬৯	খেয়ালি গ্রুপ থিয়েটার, বরিশাল, বাংলাদেশ।
”	১৯৭৫	গণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, উত্তর ত্রিপুরা।
”	১৯৬৭	ধূমকেতু, দিল্লী।
”	১৯৭০	নাটুকেরা, শিলচর, আসাম।
”	১৯৭১	ভাবীকাল, উত্তর দিনাজপুর।
”	১৯৬৭	রূপম, ত্রিপুরা।
”	১৯৭৫	সদানন্দের মেলা, বাঁকুড়া।
”	১৯৭১	হলদিবাড়ি থিয়েটার সেন্টার, কোচবিহার।
মৃত্যু সংবাদ	১৯৬৫, ২৬ সেপ্টেম্বর	নক্ষত্র, কলকাতা
গন্ধরাজের হাততালি	১৯৬৬	ঋতায়ন, কলকাতা।
,,	১৯৬৭	নীলকণ্ঠ, জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।
,,	১৯৬৮	প্রান্তিক, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।
,,	১৯৬৯	লোকায়ন, কলকাতা।
,,	১৯৭৪	সাহানা, শ্রীরামপুর, হুগলী।
,,	১৯৬৭, ২৬ জুলাই	নক্ষত্র, কলকাতা।
,,	১৯৬৭	শিল্পায়ন, ইছাপুর, উত্তর ২৪ পরগণা।
,,	১৯৬৮	থিয়েটার কয়্যার, লখনউ।
,,	২০০৬	কথাকৃতি, কলকাতা।
,,	১৯৬৯	লোকায়ন, কলকাতা।
,,	১৯৭২	মৌলিক নাট্যসংস্থা, বর্ধমান।
,,	১৯৭৬	সমকালীন শিল্পীদল।
,,	১৯৭৬	হিনাস, চাকদহ, নদীয়া।
সিংহাসনে ক্ষয়রোগে	১৯৬৭	অনুকার, কলকাতা।

,,	১৯৬৮	অনুভব, কলকাতা।
,,	১৯৭৪	থিয়েটার লাভার্স গ্রুপ, কলকাতা।
,,	১৯৭৯	বর্তিক, জামশেদপুর।
নিষাদ	১৯৬৯	আদাকর নাট্যসংস্থা, কলকাতা।
,,	১৯৭৪	থিয়েটার লাভার্স গ্রুপ, কলকাতা।
,,	১৯৭০	নাট্যরূপা, কলকাতা।
,,	১৯৭১	বাটানগর থিয়েটার ইউনিট, দক্ষিণ ২৪ পরগণা
,,	২০০৩	সংস্কার ভারতী, কলকাতা।
পুষ্পকরথ	১৯৭০	শৈল্পিক, কলকাতা।
,,	১৯৮৫	কলাকুশলী, জলপাইগুড়ি।
উইল শেক্সপীয়র	১৯৭২	ক্যালকাটা পিপলস্ আর্ট থিয়েটার।
,,	১৯৭৬	বর্তিক, জামশেদপুর।
,,	১৯৭৪	নান্দীকার, কলকাতা।
বাঘবন্দী	১৯৭১	ক্যালকাটা পিপলস্ থিয়েটার।
,,	১৯৭৪	থিয়েটার ফ্রন্ট, কলকাতা।
,,	১৯৭৯	বর্তিক, জামশেদপুর।
ক্যাপ্টেন হুররা	১৯৭০, ৪ ডিসেম্বর	নক্ষত্র, কলকাতা।
,,	১৯৮০	অরিন্দম, বজবজ।
,,	১৯৭০	কর্ণিক, শিলিগুড়ি।
,,	১৯৭৫	ক্লাসিক, চন্দননগর।
,,	১৯৯৬	থিয়েটার কনভয়, কলকাতা।
,,	১৯৯৮	থিয়েটার কয়্যার, লখনউ।
,,	১৯৭৩	নবরূপ, দিনাজপুর (উত্তর)।
,,	১৯৭৭	নবোদয়, দিল্লী।
,,	১৯৭৩	নাট্যচক্র, কৃষ নগর, নদীয়া।
,,	১৯৭৪	প্রগতি নাট্য সংস্থা, দিনহাটা, কোচবিহার।
,,	১৯৭৯	বর্ধমান নটরাজ ইউনিট, বর্ধমান।
গ্যালিলিওর জীবন	১৯৮০	কলকাতা নাট্যকেন্দ্র, কলকাতা।
,,	১৯৮৪	ঋত্বিক, শিলিগুড়ি।
কানামছি	১৯৮৩	সমীক্ষণ, কলকাতা।
,,	১৯৮৯	বলাকা, শিলিগুড়ি।
,,	১৯৯৪	বহুব্রীহি, তমলুক, মেদিনীপুর।
ভূত	১৯৯৬, ২৬ জানুয়ারী	নান্দীমুখ, কলকাতা
,,	১৯৯৯	ইচ্ছে পাখী, নদীয়া।
,,	২০০৪	ক্রান্তিকাল, সোদপুর, উত্তর ২৪ পরগণা।
,,	১৯৯৫	গণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, উত্তর ত্রিপুরা।
,,	২০০৭	রায়পুর ইসক্রা, টালিগঞ্জ।

,,	২০০৩	লোকায়ত, কলকাতা।
নাটক	অভিনয়কাল	প্রযোজক নাট্য দল
ভূত	২০০৩	সোপান।
,,	২০০৪	প্রবাসী, বোকারো।
আলিবাবা	১৯৮৯	থিয়েটার ওয়ার্কশপ, কলকাতা।
তোতারাম	১৯৮৬, ১৪ ফেব্রুয়ারী	সমীক্ষণ, কলকাতা।
,,	১৯৮৯	কর্ণিক, শিলিগুড়ি।
,,	১৯৯১	কলাকেন্দ্র, চন্দননগর, হুগলী।
,,	১৯৯৫	থিয়েটার ফর পিপল।
,,	১৯৯২	নানামুখ, বোড়াল, দক্ষিণ ২৪ পরগণা
,,	১৯৯২	রণশিখা নাট্যসম্প্রদায়, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।
সোক্রাতেস	১৯৮৯	নক্ষত্র, কলকাতা
,,	২০০৮	নটধা।
নোনাজল	১৯৯২, ৬ আগষ্ট	সমকালীন শিল্পীদল, কলকাতা।
”	১৯৯৪	কলাকুশলী, জলপাইগুড়ি।
”	১৯৯৪	গণকৃষ্টি।
”	১৯৯৭	শিল্পায়ন, দুর্গাপুর, বর্ধমান।
”	১৯৯৭	হরিনাভি বঙ্গ নাট্যসমাজ, দক্ষিণ ২৪ পরগণা।
বমন	১৯৯১, ১০ অক্টোবর	শৈল্পিক, হাওড়া।
সুন্দর	১৯৯১, ২ ডিসেম্বর	সংস্তব, কলকাতা।
”	১৯৯৪	প্রবাসী, বোকারো।
জেছনা কুমারী	১৯৯২	অন্য থিয়েটার, কলকাতা।
শমীবৃক্ষ	১৯৯২	প্লেমেকাস, কলকাতা।
তখন বিকেল	১৯৯২, ১৭ এপ্রিল	গান্ধার, কলকাতা।
লোভেন্দ্র গবেন্দ্র	১৯৯২, ৩০ সেপ্টেম্বর	সমীক্ষণ, কলকাতা।
গুহাচিত্র	১৯৯৫, ১১ নভেম্বর	সমীক্ষণ, কলকাতা।
”	১৯৯৯	এখনই, সিউড়ী, বীরভূম।
”	১৯৯৪	প্রবাসী, বোকারো।
গজানন চরিতমানস	১৯৯৪	প্লেমেকার্স, কলকাতা।
মুষ্ঠিযোগ	১৯৯৪	সংস্তব, কলকাতা।
জন্মদিন	১৯১৭	চুপকথা, কলকাতা।
অক্টোপাস লিমিটেড	২০০০	প্লেমেকার্স, কলকাতা।
”	২০০৫	কথাকৃতি, কলকাতা।
”	২০০৮	ঘরে বাইরে।
”	১৯৯৮	বর্ণনা, কোচবিহার।
”	২০০৫	রণন
”	১৯৯৮	ঝংকার
কাল বা পরশু	২০০৩	অন্য থিয়েটার, কলকাতা।

”	২০০৫	কলাকুশলী, জলপাইগুড়ি।
”	২০০৪	চালশা, শালবনী, জলপাইগুড়ি।
”	২০০৫	ত্রিতয়, নদীয়া।
”	২০০৭	দিশারী, বার্ণপুর।
”	২০০৭	নাট্যসেনা।
”	২০০৭	নক্ষত্র, খাসকেন্দা কোলিয়ারি, বর্ধমান।
”	১৯৯৭	নাট্যাঙ্গন, ফারাক্কা।
”	২০০৯	নৈহাটি বঙ্কিম স্মৃতি সংঘ।
”	২০০২	পাঁচালী, বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগণা।
”	২০০২	বোকারো, নাট্যচর্চা।
”	২০০২	রাজপুত অগ্রগামী, ২৪ পরগণা (দক্ষিণ)
”	২০০২	রূপায়ন, বৈঁচিগ্রাম, হুগলী।
”	২০০৩	সাঁঝের বলাকা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা।
বিপন্ন বিস্ময়	১৯৯৮	প্লেমেকার্স নাট্যসংস্থা, কলকাতা।
সিদ্ধিদাতা	২০০২	সমকালীন নাট্যদল, কলকাতা।
”	২০০২	অঙ্গীকার, বর্ধমান।
হারুণ অল রসিদ	২০০৩	মাঙ্গলিক, কলকাতা।
তুষাগ্নি	২০০০	সংস্তব, কলকাতা।
জাম্বো	২০০৪	কথাকৃতি, কলকাতা।
মিস্টার রাইট	২০০৩	নান্দীমুখ, কলকাতা।
কালের যাত্রা	২০০৩	সমীক্ষণ, কলকাতা।
মিসেস সোরিয়ানো	২০০৪	চুপকথা, বেহালা।
ঘুম	২০০৩	সংস্তব নাট্যসংস্থা, কলকাতা।
বাইরের দরজা	১৯৬৮	থিয়েটার অভিযান, সিউড়ী, বীরভূম।
”	২০০৮	দক্ষিণের বারান্দা, কাকদ্বীপ, দক্ষিণ ২৪ পরগণা।
”	১৯৭০	মাইমেসিস
”	১৯৭১	রূপদক্ষ, নাট্যসংস্থা।
”	২০০২	দিজ প্রোগ্রাম ইজ স্পনসর্ড বাই
বৃত্ত	১৯৬৮	নান্দীকার, কলকাতা।
বাজপাখি	১৯৭৭	থিয়েটার ওয়ার্কশপ, কলকাতা।
”	১৯৮৫	অর্পণ, চুঁচূড়া, হুগলী।
”	১৯৮৮	ছান্দিক, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।
”	১৯৯৯	থিয়েটার কোলাজ।
”	২০০১	নান্দীরঙ্গ, কলকাতা।
”	১৯৮৪	মেঘদূত।
”	১৯৭০	লোকায়ন, কলকাতা।
”	১৯৮৪	শৈল্পিক, কলকাতা।
”	১৯৭০	সন্ধিক্ষণ, কলকাতা।

সোনার চাবি	১৯৯০	কথাকৃতি, কলকাতা।
”	১৯৬৬	নক্ষত্র, কলকাতা।
”	২০০৪	রঙ্গপট, কলকাতা।
লাঠি	১৯৮০	থিয়েটার ওয়ার্কশপ, কলকাতা।
”	১৯৮৬	অঙ্কুর, বাটানগর।
”	১৯৮৩	অভিযান, বর্ধমান।
”	১৯৮৬	অ্যাজিটপ্রুপ, খড়দহ, উত্তর ২৪ পরগণা।
”	১৯৮১	আনন, সিউড়ী, বীরভূম।
”	১৯৮৭	কলাকুশলী, জলপাইগুড়ি।
”	১৯৮৭	কুশীলব, আড়িয়াদহ।
”	১৯৮৫	গয়েশপুর মঞ্চসেনা, নদীয়া।
”	১৯৮৭	নানামুখ, চন্দননগর, হুগলী।
”	১৯৮৪	ছান্দিক, বর্ধমান।
”	১৯৮০	থিয়েটার ওয়ার্কশপ, কলকাতা।
”	১৯৮৫	থিয়েটার ফর পিপল, কলকাতা।
”	১৯৯৫	নাট্যম বলাকা, রঘুনাথগঞ্জ।
”	১৯৭৯	ফিনিক, কাঁচড়াপাড়া, কল্যাণী।
”	১৯৮৩	রূপান্তর, গোবরডাঙ্গা, উত্তর ২৪ পরগণা।
”	২০০২	রূপায়ন, বৈঁচিগ্রাম, হুগলী।
”	১৯৮৭	সংশপ্তক, কোচবিহার।
”	১৯৮৩	সোপান।
বর্ণ বিপর্যয়	১৯৮৩	বৃত্তের বাইরে, কলকাতা।
”	১৯৮৬	বর্ণক, বোম্বে।
”	১৯৯১	একটি দল
জুতো	২০০৩, ১৫ নভেম্বর	শোহন, কলকাতা।
”	২০০৮	প্ল্যাটফর্ম
”	২০০৭	বিভাব নাট্য অ্যাকাদেমি।
”	২০০৭	রায়পুর ইসক্রা, টালিগঞ্জ।
”	২০০৮	যুগের যাত্রী, চন্দননগর, হুগলী।
দর্পন	১৯৯৯	নাট্যাঙ্গন, ফারাক্কা, মুর্শিদাবাদ।
”	২০০১	নান্দীরঙ্গ, কলকাতা।
কণ্ঠনালীতে সূর্য	১৯৬৬	আনন্দম।
”	১৯৬৭	প্রবাসী, কুলটি, বর্ধমান।
ঢিসুম ঢিসুম	১৯১৩, ২২ এপ্রিল	সংস্তব, কলকাতা।
”	১৯৯৬	আনন্দলোক ড্রমাটিক ক্লাব, তমলুক।
বঙ্কবাবু এলেন	২০০৮	মাঙ্গলিক, কলকাতা।
”	২০০৮	উদীচী নাট্যসংস্থা, জলপাইগুড়ি।
”	২০০৯	বৃশ্চিক নাট্যসংস্থা, বাঁশবেড়িয়া, হুগলি।

ষোলপাতা	২০০৯	কৃষ্টি সংসদ, সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা।
তথাগত	২০১২ ২৭ ফেব্রুয়ারী	রঙ্গপট, কলকাতা।

বাংলা গ্রুপ থিয়েটারে কয়েকশত রজনী অতিক্রান্ত হয়েছে তাঁর নাটকের নাট্য প্রযোজনায়। একদা শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণ নাট্যচার্য গিরিশ ঘোষকে বলেছিলেন—'নাটকে লোকশিক্ষা হয়'। সেই কথা শিরোধার্য করে সর্বকালের নাট্যকাররা নাট্যচর্চা করেছেন। বাংলা নাট্য জগতে আধুনিক নাট্যকার মোহিত চট্টোপাধ্যায়ও তা মেনে নিয়ে নাটকের মধ্য দিয়ে দেশ গড়া ও সমাজ গড়ার কাজটি করেছেন। আর সেই কাজটি বাস্তবে রূপ দান করেছে। বাংলার গ্রুপ থিয়েটারগুলি এ বিষয়ে নাট্যকারের নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত হয়েছে এইভাবে—

> *"ভারতের আজ বড় দুঃসময়। সন্ত্রাস, সাম্প্রদায়িকতা, মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব, বিশ্বায়ন, খোলা বাজার এই নানামুখী দৌরাত্মে বিপন্ন আমাদের স্বদেশ। --আমাদের 'গ্রুপ থিয়েটার' চিরকালই প্রগতি ও সুস্থতার পক্ষে, চিরকালই মানবতা এবং শুভকে প্রতিষ্ঠায় সজাগ। কিন্তু বর্তমান সময়ের এই সংকট গ্রুপ থিয়েটারের এই ভূমিকাকে আরও সজাগ, সক্রিয় ও তীব্র ভূমিকায় পেতে চাইছে। 'হল শো' আর 'কল শো'র গণ্ডী ভেঙে সঠিক বিষয় ও শিল্পশক্তি নিয়ে গ্রুপ থিয়েটারকে আজ ছড়িয়ে পড়তে হবে ব্যাপক মানুষের কাছে। ...মানুষকে যথার্থ মানবিক, যথার্থ সচেতন, এবং যথার্থ প্রতিবাদী করে তোলার বড় কাজটি বড় অসম্পূর্ণ থেকে গেছে। ...খাঁটি মানুষ গড়ার কাজে মনোযোগী হতেই হবে। খাঁটি মানুষই পারে খাঁটি দেশ গড়ে তুলতে। আমাদের গ্রুপ থিয়েটারের নাট্যকর্মের মধ্যেও এই দেশ গড়াও মানুষ গড়ার কাজটি সংগতভাবে থাকার প্রয়োজন আছে।"*[৩]

নিজের কোন গ্রুপ থিয়েটারের দল না থাকলেও তিনি একেবারে নিঃস্বার্থ ভাবে গ্রুপ থিয়েটারের উন্নতির জন্য সুনামের জন্য নাটক পরিবেশন করেছেন। তাঁর নাটকের দ্বারা সমৃদ্ধ বহু থিয়েটার প্রেমী নাট্যপাগল মানুষ উজ্জ্বল জীবনের ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হয়েছেন। এবং দিকে দিকে গ্রুপ থিয়েটারের সুনাম বৃদ্ধি পেয়েছে।

তথ্যসূত্র :

১। শ্যামল ঘোষ / স্মৃতিসত্তা নাট্য; শম্পা পুস্তক প্রকাশনা, জানুয়ারী ২০০৩, পৃষ্ঠা ২০।
২। শ্যামল ঘোষ, হৃদয়ের চেয়ে ভালো বাসভূমি নেই, সমল সাহা, রঙ্গপট, পৃষ্ঠা ৮২।
৩। মোহিত চট্টোপাধ্যায়, রঙ্গপট, ২০১২, নবম সংখ্যা পৃষ্ঠা ৩০২।